https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ইউ. আর. অনন্তমূর্তির ‘ঘটশ্রাদ্ধ’: প্রসঙ্গ ব্রাহ্মণ্যবাদ, পিতৃতন্ত্র, ও লিঙ্গবৈষম্য

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য[1]

AIJITR - Volume - 1, Issue - II, Nov-Dec 2024

Copyright © 2024 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

কন্নড় কথাসাহিত্যিক ইউ. আর. অনন্তমূর্তির (১৯৩২ - ২০১৪) ‘একাধিক রচনায় পিতৃতন্ত্র, ব্রাহ্মণ্যবাদ, লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে।

ভারতবর্ষীয় সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদ, পিতৃতন্ত্র ও লিঙ্গবৈষম্য পরস্পর সহাবস্থান করে। আর্য ভারতবর্ষ থেকেই ব্রাহ্মণাধিপত্যের সূচনা। দেশ–কাল –সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে চতুরাশ্রম ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজে আধুনিক সময়েও ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বজায় থেকেছে। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের পাশাপাশি পিতৃতন্ত্রও ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য । পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝায় পুরুষের আধিপত্যবাদ, যা প্রতি মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় নারীকে। Silvia Walby তাঁর Theorisong Patriarchy (1990) গ্রন্থে বলেছেন – পিতৃতন্ত্র হচ্ছে সামাজিক কাঠামো আর রীতীনীতির এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিপীড়িত করে এবং শোষণ করে’।[২] বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক গের্ডা লার্নার ‘ The Creation of Patriarchy’ (1986) গ্রন্থে বলেছেন,- ‘ পিতৃতন্ত্রের অধীনে নারীর তুলনায় পুরুষকে স্বাভাবিকভাবে উৎকৃষ্ট ভাবার জৈব নিয়ন্ত্রণবাদী সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত একইভাবে চলে আসছে’।[৩] এঙ্গেলস মনে করতেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উদ্ভবের সূত্রেই নারীর বশ্যতার সূত্রপাত। “ Origin of the Family , Private Property and state’ (1884) গ্রন্থে তিনি বলেছেন, ‘ মাতৃস্বত্ব যেদিন পরাভূত হয় সেদিনই পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর পরাজয় ঘটে। গৃহের কর্তৃত্ব ও পুরুষের হাতে চলে যায়, নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়’[৪] ভারতীয় সমাজ ও এই তাত্ত্বিক সীমারেখার বাইরে নয়। অতএব ভারতীয় কথাসাহিত্যেও এই সমস্যার রূপয়ন লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দী কথাসাহিত্যিক প্রেমচন্দের একাধিক ‘সদ্গতি’ বা ‘কফন’ এর মত রচনায় এর প্রকাশ ঘটেছে। ইউ. আর অনন্তমূর্তিও তাঁর কথাসাহিত্যে এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ‘সংস্কার’ এই বিষয়ে বোধকরি তাঁর সর্বাধিক আলোচিত উপন্যাস। ‘সংস্কার’ উপন্যাসটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ একই সময়ে, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে, ঘটশ্রাদ্ধ’ গল্পটিও প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত ভারতীপুরা - ও তাঁর এই বিষয়ে লিখিত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি। প্রকরণের বিচারে ছোটগল্প হলেও ‘ঘটশ্রাদ্ধ’ রচনাটিতেও, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লেখক তাঁর কলমকে জাগ্রত রেখেছেন। বস্তুতপক্ষে, ঘটশ্রাদ্ধ’ গল্পে গল্পকার ইউ. আর. অনন্তমূর্তি ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে আঘাত করে তার ভণ্ডামি গুলিকে অনাবৃত করে দিয়েছেন। ছদ্ম – ব্রাহ্মণ্যবাদের হাত ধরেই এসেছে পিতৃতন্ত্র ও লিঙ্গবৈষম্যের ও প্রসঙ্গ। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যে আস্থাবান ভারতীয় সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে এই গল্পে লেখক তাঁর অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

‘ঘটশ্রাদ্ধ’ গল্পটি সংঘটিত হয়েছে বেদশিক্ষা দাতা, উড়ুপার পরিবারে। উড়ুপা, বেদশিক্ষাদান কারী এক ব্রাহ্মণ। বাড়িতে তাঁর গুরুকুল রয়েছে। উড়ুপার পরিবারে আছে তাঁর মেয়ে, যমুনা। যমুনা অকাল বিধবা। তার স্বামী বিয়ের অল্প পরেই

[1] *ড. নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য, সহযোগী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

DOI (Crossref) Prefix: https://dx.doi.org/10.63431/AIJITR/1.II.2024.44-49

AIJITR, Volume-1, Issue-II, November - December 2024, PP. 44-49.

Revised and accepted on 15th December 2024, Published: 31th December 2024.

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কেউটে সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল। অবীরা এই মেয়েটি, তার বাবার কাছেই থাকে। উড়ুপার গুরুকুলে যে ছাত্ররা আসে, যমুনা তাদের দেখাশোনা করে। এই পরিবারের একটি ঘটনা অথবা দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পকার ইউ. আর. অনন্তমূর্তি ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তঃসারশূণ্যতার ছবি এঁকেছেন, পিতৃতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা ও লিঙ্গবৈষম্যের পক্ষপাতদুষ্টতা যেখানে সমস্যাকে বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

প্রথমাবধি ঘটনাগুলি এই বহুমাত্রিক সমস্যার – ই রূপায়ন ঘটিয়েছে। আলোচ্য গল্পটির বক্তা ননী। উড়ুপার গুরুকুলের সে এক নবাগত বালক ছাত্র। ননীর সংলাপে ব্রাহ্মণদের চারিত্রিক পবিত্রতার স্বতঃসিদ্ধতার ইঙ্গিত দেওয়া হল এইভাবে,- ‘বাবা বলেছিলেন, যেহেতু উনি পবিত্র বেদ শিক্ষা দেন, মানুষটা উনি তাই সাধু প্রকৃতির’।[৫] গল্পের পরবর্তী ঘটনাক্রমে এটি নিতান্ত শ্লেষাত্মক বলেই প্রতিপন্ন হবে।

ননীর অভিজ্ঞতার সূত্রে বেদশিক্ষার আশ্রমিক জীবনের চিত্র পাওয়া গেল। গল্পের সূচনাতেই দেখা যায়, উড়ুপা তিনমাসের জন্য বাইরে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য অর্থের সংস্থান। তাঁর আশ্রমে বর্তমানে তিনটি ছাত্র,- শাস্ত্রী, গণেশ ও ননী। তারা উড়ুপার মেয়ে যমুনার তত্ত্বাবধানে থাকবে। আর উড়ুপার অবর্তমানে উপাধ্যায়, নতুন শিক্ষক, তাদের পঠন – পাঠনের দায়ভার সামলাবে। ননীর বর্ণনার সূত্র ধরে আমরা দেখি, হোমের কাঠ সংগ্রহ করা, পুজোর ফুল সংগ্রহ করা, এই সবই এদের নৈমিত্তিক কাজ। একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের অনুবর্তন তাদের জীবনযাত্রায় দেখি। সেখানে প্রাণের সজীবতার স্পর্শ অনুভূত হয় না; উপাধ্যায় ননীকে তিরস্কার করে বলে,-‘ তুমি এখনও মন্ত্রগুলো সঠিক ছন্দে বলতে শিখলে না, ঘোঁতঘোঁত করে এই বলে আমার কান মুচড়ে দিলেন’।[৬] তার অন্য দুই সহপাঠী ব্যঙ্গের হাসি হাসল। বালক ননীকে তারা দীক্ষার পদ্ধতির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ভয় দেখায়। তার বালকসুলভ কোমলতাকে ব্যঙ্গ করে। সবমিলিয়ে আর্য গুরুকুলের একটা নিষ্করুণ পরিবেশের অবতারণা করলেন গল্পকার, যা প্রাচীন বৈদিক ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রবর্তিত উন্নত জীবনাদর্শের, সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার জন্ম দেয় পাঠকের মনে। তুলনাক্রমে, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির উচ্চাদর্শের উদাহরণের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে,-

ক. পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ ধারাবাহিক ভাবে বংশ পরম্পরায় প্রভাব বিস্তার করিত। ভারতীয় পরিবার প্রথম হইতে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৭]

খ. বৈদিক সমাজের সুদূর নীতি ছিল সত্য ও ঋত।[৮]

গ. বৈদিক যুগে discipline এর স্থান শিক্ষারও উপরে ছিল। [৯]

কিন্তু ননীর গুরুকুলের জীবনাভিজ্ঞতা এই উচ্চ নৈতিক আদর্শসমূহ থেকে ছিল বহু দূরে অবস্থিত। তবু বালক ননীর জীবনের এই সংকট সময়ের একমাত্র আশ্রয় হয়ে এল যমুনা। যমুনা তার মুখ – হাত ধুয়ে দেয় মায়ের মতন। খিদের মুহূর্তে কানজি পরিবেশন করে খাওয়ায়। তাই ননীর খুব ভালো লাগে যমুনাকে। কিন্তু, এই যমুনা সম্পর্কেই অনেক বিরূপ মন্তব্য শোনে ননী। প্রথমে গোদাবরম্মার কাছে, পরে শাস্ত্রীর কাছেও। যমুনার গোপন প্রণয় ছিল এক ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে। রাত্রিবেলা সে আসত গোপনে যমুনার সঙ্গে দেখা করতে। তার কারণে যমুনা অন্তঃসত্ত্বাও হয়ে পড়ে। ক্রমে ননী এই সব কথাই জানতে ও বুঝতে পারে। যমুনা যে কোনো কারণে একটি অসুবিধা জনক অবস্থার মধ্যে আছে তা সে বোঝে, কেবল তার কারণ খুঁজে পায় না। এদিকে উড়ুপার অবর্তমানে আশ্রমের ছাত্রদের মধ্যেও অনাচার চলে। রাত্রের নির্জনতায় শাস্ত্রী ননীকে অনৈতিক ভাবে ব্যবহার করতে চায়। সে ননীর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। বয়ঃসন্ধিকালীন যৌনতার আস্বাদ সে ননীকে ব্যবহার করে পেতে চায়। তার কাছে নারী শরীরের পরিবর্ত হয়ে ওঠে ননী। ননীকে ভয় দেখিয়ে সে চুপ করিয়ে রাখে। এইভাবে লেখক তাঁর বর্ণনায় ইঙ্গিত দেন বর্তমান বেদশিক্ষাদানকারী আশ্রমের কলুষিত পরিবেশের। এরই মধ্যে যারা শিক্ষা লাভ করছে, তারা আগামী জীবনে কতটুকু নিষ্ঠাবান ও সৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারবে, সেই সংশয়ের বীজও এখানে রোপিত হয়ে যায়।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

যাইহোক, ঘটনা পরম্পরায় ননী জানতে পারে, ইস্কুল মাস্টারের সঙ্গে যমুনার গোপন প্রণয় ও যমুনার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার খবর। ঘটনাক্রমে, বিধবা যমুনার সামাজিক লাঞ্ছনা, তার গর্ভপাত ঘটানো, সমাজে তাকে একঘরে করে দেওয়া- এই বিষয়গুলিও ননীর দৃষ্টিগোচর হয় । এই সমস্ত কিছুর মধ্যে বালক ননী, যমুনার অপরাধ কিছু খুঁজে পায় না। কিন্তু সমাজে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখতে থাকে। গ্রামের লোক উড়ুপাকে তার মেয়ের অনাচারের উড়ুপাকে খবর দেয় । উড়ুপা ও প্রতিবিধান করে, অসহায় মেয়েকে ত্যাগ করে; কেবল তাই নয়, মেয়ের জীবদ্দশাতেই মেয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করে। সমাজে উড়ুপার ন্যায়বুদ্ধি নিয়ে জয়ধ্বনি পড়ে যায়। ব্রাহ্মণ্য গর্বে গর্বিত বিপত্নীক ও কন্যাত্যাগী উড়ুপা পুনর্বার বিবাহ করেন, তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট একটি মেয়েকে। সমাজ তাতে অন্যায় কিছু দেখে না, কেননা, ঘরে একটি মেয়ে না থাকলে, তাকে কেই বা রুটি বানিয়ে দেয়! ননীর জবানীতে বিষয়টি এই রকম, -'বাবা – মা উড়ুপার প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, উড়ুপা মানুষটা সত্যি মহৎ। আর যমুনাদিকে গালাগাল দিয়ে বললেন, কুলটা মাগী! কয়েকদিন পরে আমাদের বাড়িতে উড়ুপার বিয়ের নেমন্তন্ন এলো। বাবার কাছ থেকে শুনলাম যে কী ভাবে এক অল্পবয়সী মেয়ে সঙ্গে নিয়ে এক বেদীতে বসে বুড়ো উড়ুপা আরতি করেছেন, আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো ছি -ছি! বাবা বললেন, ছি! এ-রকম বলতে আছে! মা বললেন, ও যখন ভ্রষ্টাই হয়ে গেছে তখন আর কী? উড়ুপাকে তো নিজের ঘরসংসার সামলাতেই হবে, অন্তত রুটি বানাবার জন্যেও কাউকে চাই'।[১০]

গল্পকার অনন্তমূর্তি, উড়ুপা ও যমুনার জীবনের ভিন্ন পরিণতির সূত্রে সমাজের সংস্কার, ন্যায় – নীতিবোধ, সামাজিক সম্মানের তারতম্য সকল কিছুরই একটা পক্ষপাতদুষ্ট চেহারা দেখালেন পাঠককে। একাধারে দেখালেন ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য, পিতৃতন্ত্রের দাপট এবং লিঙ্গবৈষম্য। অল্পবয়সী বিধবা যমুনার একাকীত্ব, অসহায়তা, তজ্জনিত পদস্খলন এই সমাজে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ন্যূনতম মানবিক সহানুভূতিও সমাজ তার জন্য বরাদ্দ করে নি। এমন কি উড়ুপা, তার পিতাও তাকে ত্যাজ্য করে এবং যমুনার জীবদ্দশাতেই তার শ্রাদ্ধ করতেও তিনি পিছপা হন না। আবার সেই উড়ুপা, মেয়েকে পরিত্যাগ করার পর, বৃদ্ধ বয়সে দার – পরিগ্রহ করতে বসেন। এখানেই সমাজের আসল বিরোধাভাস পরিলক্ষিত হয়। সমাজ পরম সাগ্রহে ও সমাদরে উড়ুপার এই বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়। বিবাহ, সংসার, পারিবারিক সম্বন্ধ – এই সমস্ত যে আসলে কেন, কি উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, গল্পকার এখানে নীরবে সেই বিষয়ে প্রশ্ন রেখে যান। ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন তার প্রজ্ঞা, দয়া, ঔদার্য ইত্যাদির কারণে। এই গল্পে ব্রাহ্মণত্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের উপর গল্পকার প্রশ্নচিহ্ন আরোপ করে দেন। 'ঘটশ্রাদ্ধ' গল্পটি, ব্রাহ্মণ্যসমাজের সমস্ত দম্ভের উপর যেন একটি সুকঠোর আঘাতের মত বর্ষিত হয়েছে। 'ঘটশ্রাদ্ধ' নামটি এখানে কেবল একটি অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না। ব্রাহ্মণ্য সমাজের আভিজাত্যবোধ ও শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কিত সমস্ত ধারণারও অন্ত্যেষ্টি ও পারলৌকক ক্রিয়াও যেন এর দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।

ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সমান্তরালভাবেই এই গল্পে অবস্থান করছে পিতৃতন্ত্র। এই গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যমুনা। এই গল্পে যমুনার জীবনযাপন ও পরিণতি নিরূপিত হয়েছে পিতৃতন্ত্রের শাসনের দ্বারা। পিতৃতান্ত্রিকতার আবহ এই গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। যে পিতৃতান্ত্রিকতায় নারীর ব্যক্তিত্ব কিংবা স্বাধীনতা,- কোনোটিই স্বীকৃত নয়। এই গল্পের যমুনা চরিত্রটি নিতান্ত নীরব আর ভীরু একটি চরিত্র। চরিত্রটির প্রথম বর্ণনা গল্পে এইরকম,- ' উড়ুপা ক – পা এগিয়ে গেলেন; তার পরে থেমে মেয়েকে ডাকলেন। মুখটা যাতে আড়াল থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে, যমুনা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। যমুনা তার লাল শাড়ির আঁচলটাকে তার কামানো মাথার মাথার ওপর টেনে দিল'।[১১] এখানে যমুনার 'মুখ আড়াল করে রাখা', 'উঁকি মারা', 'মাথার ওপর আঁচল টানা' – ইত্যাদি ব্যবহার গুলি নারীর অবরুদ্ধ অবস্থার লক্ষণ। এছাড়াও আলোচ্য গল্পে যমুনার action বলতে আমরা পাই, নীরব অভিব্যক্তি আর ক্রন্দন। মানুষ হিসেবে তার পূর্ণায়ত ব্যক্তিত্ব তার বাবা তো নয় এমন কি উড়ুপার গুরুকুলের ছাত্রদের কাছেও স্বীকৃত নয়। যমুনার প্রতি শাস্ত্রীর ব্যবহার ও মনোভাবে আমরা সেই তাচ্ছিল্যের প্রতিফলন দেখি,-

'ও হেসে বলল, বেড়াল চোখ বুজে দুধ খায় – কেন জানিস? আচ্ছা যেতে দে' [১২]

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ঘটশ্রাদ্ধ' গল্পে লেখক একাধিক বার সর্পের মোটিফটি ব্যবহার করেছেন। গল্পকার ইউ. আর. অনন্তমূর্তি, গল্প রচনার ক্ষেত্রে মানবমনের অবচেতন স্তরের উপরও আলোকপাত করেছেন। তিনি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে ব্যক্তি মনের বিচিত্রগামীতাকেও পর্যবেক্ষণ করেন। সেই অবচেতনের সূত্রে সর্পের মোটিফ একাধিক বার এই গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। দক্ষিণভারতীয় সংস্কৃতিতে নাগদেবতার স্বীকৃতি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বিষয়। সেই লৌকিক সংস্কৃতির স্বীকৃতির পাশাপাশি অবচেতনের লীলাও এর দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে। অবচেতনের লীলা এবং অবদমিত যৌনচেতনা এই দুই – ই এখানে সাপের মোটিফে ব্যাখাত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে যৌনচেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গল্পের আখ্যানবৃত্ত পরিকল্পনায় যৌনতা একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। উড়ুপার আশ্রমে শাস্ত্রীর কাছে যৌন হেনস্থা ঘটেছে ননীর,-' শাস্ত্রী আমার পাশে শুয়েছিল, খানিক পরে কাছে ঘেঁষে এল আর আমার (ননী) ধুতির মধ্যে ওর হাত চুপিসাড়ে ঢুকিয়ে দিল, তার পরে আমার নেঙটির মধ্যে, ঊরু দুটোর মাঝখানে'।[১৩] বয়ঃসন্ধির শাস্ত্রী, নারী শরীরের অভাব ননীকে দিয়ে পূরণ করতে চায়। শাস্ত্রীর এই গোপন ইচ্ছা র সূত্রেই প্রথম সর্প মোটিফ গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। ননী আর শাস্ত্রীর সাক্ষাতেও সর্পের প্রসঙ্গ আছে। সেখানে সর্পদেবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ননীর একটি সংস্কারকে ভাঙতে চাইছে শাস্ত্রী। এই প্রসঙ্গে ননীর তথাকথিত অনাচারের বিষয়টি ও ননীর তাতে অসম্মতির বিষয়টিও স্মরণে রাখতে হবে। এই সূত্রেই উল্লেখ করা যেতে পারে যমুনার গোপন অভিসারের বিষয়টি। বস্তুতপক্ষে,এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে যমুনার ভবিতব্য। উল্লেখ্য, পিতৃতান্ত্রিকতার শাসনে নারীর যৌন স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় না। কিন্তু জীবনের অনিবার্য আকর্ষণে যমুনার সমাজ অনুশাসনের সেই লক্ষ্মণরেখাটি অতিক্রম করেছিল। যমুনার সেই সীমা উল্লঙ্ঘন ও সমাজ প্রতিক্রিয়া সেই সূত্রে লেখক সর্প মোটিফটিকে এই গল্পে ব্যবহার করেছেন। সমাজ অনুশাসন বনাম ব্যক্তিমন – এই দুই এর দ্বন্দ্বে অবচেতনের লীলা অনেক সময় গুরুত্বপূরণ হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যমুনার সঙ্গে মাস্টারের সাক্ষাতের ঘটনায়, সর্প মোটিফের একটি নাতিদীর্ঘ ব্যবহার গল্পকার করছেন। জঙ্গলের স্থানপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অত্যন্ত স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। বর্ণনাটিতে দেখা যায়, ননী, যমুনাকে মাস্টারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলতে দেখছে , তার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সাপকেও এগিয়ে আসতে দেখছে যমুনার দিকে। প্রথমে সাপটি নির্বিষ বলে মনে হয়। পরে দেখা যায়, সেটি কেউটে সাপ। ননী যমুনাকে সচকিত করে এবং যমুনা সর্পদংশন থেকে আপাতভাবে রক্ষা পায়। সেইদিন, খুব সম্ভবত মাস্টার যমুনাকে গর্ভপাত করানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। মাস্টার ও যমুনার গুপ্ত প্রণয়, সমাজ- কর্তৃক যমুনার তিরস্কৃত হওয়ার ভয়, গর্ভপাতের বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তে মাস্টারের ভীরুতা, যৌনলাঞ্ছিত যমুনার চূড়ান্ত সামাজিক অসম্মান – এই সমস্ত বিষয়গুলিই সংকেতিত হয়েছে সর্পের মোটিফ ব্যবহারের সূত্রে। সর্প যেমন এখানে অবচেতনকে ব্যঞ্জিত করেছে তেমনি বলা যেতে পারে, প্রেম – যৌনতা বিষয়গুলি মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবেই চিহ্নিত। যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর সামাজিক অনুশাসন আরোপিত হয়ে থাকে। সেই অনুশাসনকে ঘিরেই শাস্ত্রী ননীকে ভয় দেখিয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। উড়ুপাও তার দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি পায় সহজেই। সেক্ষেত্রে তার বিপত্নীক হওয়া তার কাজের নৈতিক সমর্থন যোগায়। কিন্তু বিধবা যমুনার ক্ষেত্রে এই অনুশাসন - ভঙ্গ হয়ে যায় অমার্জনীয় অপরাধ। মাস্টারের সঙ্গে যমুনার অবৈধ প্রণয় এবং তার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার ঘটনাকে সমাজ স্বীকৃতি দেয় না। সমাজের তিরস্কার যমুনার উপর নেমে আসে এই ভাবে,-' গাঁয়ের প্রতিমাকে অপবিত্র কোরো না। আমরা তোমার বাবাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। উনি এলে যথাযোগ্য ক্রিয়াকর্মের পর তোমাকে জাতিচ্যুত করা হবে। মনে থাকে যেন, মন্দিরে যাবে না, তোমার নোংরা হাত দিয়ে ছেলেদের খেতে দেবে না'।[১৪] অথচ যমুনার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন যে মাস্টার তারও কোনো শাস্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল না। কেবল এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েই তিনি মুক্তি পেলেন। আর ও লক্ষণীয়, এই গল্পে বিধবা যমুনার মাতৃত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ননীর প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণে যে আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত আছে। যমুনা ও মাস্টারের কথোপকথনে গর্ভপাতে যমুনার অনিচ্ছা – ই ইঙ্গিতিত হয়েছে,-' উনি (মাস্টার) যমুনার হাতটাও ধরলেন, কিন্তু যমুনা জোর করে ছিনিয়ে নিল। আমি ওদের আগেও কথা বলতে দেখেছি, কিন্তু এ – রকমভাবে নয়। যমুনা, মনে হলো, ওঁর কোনো কথার জোরালো প্রতিবাদ করছে, আর কাঁদছে'।[১৫] এর পরেই ঘটবে যমুনার গর্ভপাতের ঘটনা ও মাস্টারের গ্রামত্যাগ। গর্ভপাত ঘটানোর পরে, ননীর সঙ্গে যমুনার বাড়ি ফিরবার সময়ে তাদের পারস্পরিক

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কথোপকথনে যমুনার প্রতারিত প্রেম ও অবরুদ্ধ মাতৃস্নেহ ই ব্যঞ্জিত,-‘ কিছু এসে যায় না সোনা, ওদের আসতে দে..’[১৬] – যমুনার আর্তি ও বেদনা একাধারে এই ছোট্ট সংলাপে ফুটে উঠেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ যমুনার একাকীত্ব, মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার মত মানবিক বিষয়ে নিতান্ত অসহিষ্ণু ও অসংবেদনশীল। সেই একই সমাজ তার সমস্ত সমবেদনা কিন্তু উড়ুপার দ্বিতীয় বিবাহে উজাড় করে দেয়। একই সমাজ ও সামাজিক মানুষের চোখে বৃদ্ধ উড়ুপার বালিকা বিবাহ প্রয়োজনীয় ও মানবিক। কিন্তু যমুনার প্রেম, গার্হস্থ্য ও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তার চরিত্রহীনতার নিদর্শন। এইভাবেই এই গল্পে পিতৃতন্ত্র ও লিঙ্গবৈষম্যের সহাবস্থানে নারীর অস্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

পিতৃতন্ত্রের ধারক কেবল পুরুষেরই নয়; নারীরাও পিতৃতন্ত্রকে ধারণ করে। ‘ঘটশ্রাদ্ধ’ গল্পের গোদাবরাম্মা, ননীর মা প্রমুখ নারী চরিত্র এই ভাবনার বাহক। তাই তারা যমুনার বেদনার শরিক না হয়ে অন্ধভাবে সমাজ অনুশাসনকে অনুসরণ করেছে।

‘ঘটশ্রাদ্ধ’ গল্পে ভারতীয় সমাজের এমন এক সমস্যার শিল্পায়ন ঘটল, সমাজ মানসে যে সমস্যার শিকড় চারিয়ে গেছে বহু গভীরে। এই সমস্যার উৎপাটন এখনো সুদূর পরাহত। অনন্তমূর্তির গল্পটি এই সূত্রে আজ ও প্রাসঙ্গিক

গ্রন্থপঞ্জি

১. https://indiatogether.org/remembering-ananthamurthy-people downloaded on 14.04.2025

২. রাজশ্রী বসু এবং বাসবী চক্রবর্তী, (সম্পাদনা), প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা, জুন ২০০৮, উর্বী প্রকাশন, পৃঃ ৩৯

৩. রাজশ্রী বসু এবং বাসবী চক্রবর্তী, (সম্পাদনা), প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা, জুন ২০০৮, উর্বী প্রকাশন, পৃঃ ৩৯

৪. রাজশ্রী বসু এবং বাসবী চক্রবর্তী, (সম্পাদনা), প্রসঙ্গঃ মানবীবিদ্যা, জুন ২০০৮, উর্বী প্রকাশন, পৃঃ ৩৯

৫. ইউ. আর. অনন্তমূর্তি, ঘটশ্রাদ্ধ (অনুবাদ, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়) ভারতজোড়া গল্পকথা, সংকলন ও সম্পদনা রামকুমার মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, চতুর্থ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪২৪, পৃঃ ১৪৮

৬. তদেব, পৃঃ ১৪৯

৭. পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা – ১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৫, পৃঃ ১৬

৮. পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা – ১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৫, পৃঃ ১৭

৯. পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা – ১২, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৫, পৃঃ ৫০

উল্লেখপঞ্জি

১০. তদেব, পৃঃ ১৬৩

১১. তদেব, পৃঃ ১৪৮

১২. তদেব, পৃঃ ১৫১

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 1 | Issue – II | November-December 2024 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

১৩. তদেব, পৃঃ ১৫০

১৪. তদেব, পৃঃ ১৫৮

১৫. তদেব, পৃঃ ১৫৫

১৬. তদেব, পৃঃ ১৬২

পরিশিষ্ট :

গল্পকার পরিচিতি – *উডুপি রাজাগোপালাচারী অনন্তমূর্তি (জন্ম: ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ; মৃত্যু: ২২ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ) প্রখ্যাত কন্নড় সাহিত্যিক। তিনি পেশায় ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সাহিত্য একাডেমী ও ন্যাশানাল বুক ট্রাস্টেরও তিনি সভাপতিও ছিলেন তিনি। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সাহিত্যিক সন্মান, জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে অনন্তমূর্তি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এছাড়া ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' সন্মানেও তিনি সন্মানিত হয়েছিলেন। ইউ. আর. অনন্তমূর্তি, তাঁর রচনায়, সাধারণত ব্যক্তিমানুষের জীবন সংকটকে উপস্থাপিত করেছিলেন। মনস্তাত্ত্বিকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ সমাজের বিবিধ অনাচার এবং তার সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বকে তিনি রচনায় দেখানোর শিল্পপ্রয়াস করেছেন। তিনি কন্নড় সাহিত্যে 'নব্য' নামে একটি সাহিত্য আন্দোলন এর প্রবক্তা ছিলেন। এই আন্দোলন, রোমান্টিসিজম থেকে সরে এসে গণ- সংস্কৃতিকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করেছিল। কাফকা, কাম্যু, সার্ত্র, ফ্রয়েড- এঁদের ধারণার প্রভাব এই আন্দোলনে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হত। তাঁর লেখা কয়েকটি গ্রন্থ; সংস্কার, ভব, ভারতীপুরা, ঘটশ্রাদ্ধ (গল্পগ্রন্থ), প্রশ্নে, আকাশা মাত্তু বেক্কু, অভস্তে প্রভৃতি।*

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431